সাপ্তাহিক পুস্তিকা: ২৭৬
WEEKLY BOOKLET:276

আমীরে আহ্‌লে সুন্নাত دامت برکاتہم العالیہ এর লিখিত কিতাব "কবরযানে নামায" এর একটি অংশ

# নামায আদায় করার পরও কেন গুনাহ হয়ে যায়?

নামাযের কতিপয় ভুল-ত্রুটি চিহ্নিতকরণ ০৪
কোন নামায মুখের উপর ছুঁড়ে মারা হয়? ১০
রিযিকে বরকত শূন্যতার আশংকা ১১
যার সহকার বিপদ দূর হতে যায় ১৮

শায়খে তরীকত, আমীরে আহ্‌লে সুন্নাত,
দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল
মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دامت برکاتہم العالیہ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

এই বিষয়বস্তু “ফয়যানে নামায” ৩৬-৫৩ পৃষ্ঠা থেকে নেয়া হয়েছে

# নামায আদায় করার পরও কেন গুনাহ হয়ে যায়?

**আত্তারের দোয়া:** হে মুস্তফার প্রতিপালক! যে ব্যক্তি এই **“নামায আদায় করার পরও কেন গুনাহ হয়ে যায়”?** পুস্তিকাটি পড়ে বা শুনে নিবে তাকে একনিষ্ঠ নামাযী বানিয়ে প্রত্যেক গুনাহ থেকে বাঁচাও এবং তাকে জান্নাতুল ফেরদৌসে আপন প্রিয় সর্বশেষ নবী হুযুর পূরনূর صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ’র প্রতিবেশী বানাও। اٰمِيْن بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

## দরূদ শরীফের ফযীলত

**নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি আমার প্রতি ভালোবাসার কারণে দিনে ও রাতে তিনবার দরূদ শরীফ পাঠ করবে আল্লাহ পাকের উপর হক যে, তার ঐ দিনের ও রাতের গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া। **(মু’জামু কবীর, ১৮/৩৬২, হাদীস: ৯২৮)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

## নামায অশ্লীলতা থেকে বিরত রাখে

**আল্লাহ পাক** ২১তম পারা সূরা আনকাবুতের ৪৫ নং আয়াতে ইরশাদ করেন:



www.dawateislami.net

اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ ؕ

(পারা ২১, সূরা আনকাবুত, আয়াত ৪৫)

**কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ** নিশ্চয় নামায অশ্লীল ও ঘৃণিত কাজ থেকে বিরত রাখে।

## নামায আদায় করার পরও কেন গুনাহ হয়ে যায়?

**প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ পাকের** মহান বাণী নিঃসন্দেহে সত্য, সত্য, সত্য। নিশ্চয় "নামায নির্লজ্জতা এবং অশ্লীল কথাবার্তা থেকে বিরত রাখে।" কিন্তু এর কারণ কি যে, বর্তমানে অসংখ্য নামাযীর মধ্যে পিতামাতার অবাধ্যতা, বেপর্দা হওয়া, নগ্নতা, গালিগালাজ, গীবত, চুগলী, অশ্লীলতা, মনে কষ্ট দেয়া, মানুষের হক নষ্ট করা, সুদ ও ঘুষের লেনদেন ইত্যাদি গুনাহে অধিকহারে লিপ্ত! প্রকৃত নামাযী কি মিথ্যা, ধোঁকাবাজী, চুগলখোরী, হারাম রিযিক উপার্জনকারী এবং ভক্ষনকারী, সিনেমা নাটকের প্রেমিক, মিউজিক্যাল প্রোগ্রাম এবং গান বাজনার আসক্ত, তাছাড়া দাঁড়ি মুন্ডানো বা এক মুষ্টি থেকে ছোট হতে পারে? না..... কখনো না .... কখনোই না। নিঃসন্দেহে বাস্তবতা এটাই যে, নামায অশ্লীলতা থেকে বিরত রাখে। আফসোস! আমাদের নামাযে দূর্বলতা রয়েছে, যার কারণে আমরা নেককার হতে পারছি না। সুতরাং আমাদের উচিত, আমরা আমাদের নামায নিরীক্ষণ করা, নামাযের জাহেরী ও বাতেনী আদব শিখা এবং নিজের অযু গোসল ইত্যাদিও বিশুদ্ধ করে নেয়া। যদি বিশুদ্ধভাবে অযু সহকারে বা পবিত্রতা সহকারে বিনয় ও একাগ্রতার সাথে এর সকল জাহেরী ও বাতেনী আদবের প্রতি খেয়াল রেখে নামায আদায় করি তবে اِنْ شَآءَ الله অবশ্যই এর বরকত প্রকাশিত হবে আর বিশুদ্ধভাবে পড়া নামাযের বরকতে সত্যিই জাহেরী ও বাতেনী আবর্জনা দূর হয়ে যাবে আর আমরা



www.dawateislami.net

উত্তম স্বভাবের, উত্তম চরিত্রের মুসলমান হয়ে যাবো এবং আমাদের কর্মকান্ডগুলো সুন্নাতের প্রতিবিম্বে পরিণত হয়ে যাবে اِنْ شَآءَ الله ।

## বিশুদ্ধ নামাযই মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে

যে ইসলামী ভাই ও ইসলামী বোন বিশুদ্ধভাবে নামায আদায় করে **আল্লাহ পাক** তাদেরকে অবশ্যই মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে। যেমনি ভাবে দু'জন তাবেয়ী বুযুর্গ হযরত সায়্যিদুনা হাসান বসরী এবং হযরত সায়্যিদুনা কাতাদাহ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمَا বলেন: যে ব্যক্তিকে তার নামায মন্দ কাজ ও অশ্লীল (অর্থাৎ নির্লজ্জ) কথাবার্তা থেকে বিরত রাখে না, সেই নামায তার জন্য শাস্তি। অথচ যে ব্যক্তি পাঁচ ওয়াক্ত নামায এভাবে আদায় করে, এর শর্তসমূহ ও বিধিবিধান, সুন্নাত এবং দোয়াসমূহ পরিপূর্ণ আদায় করে, তবে **আল্লাহ পাক** এরূপ ব্যক্তিকে অবশ্যই অশ্লীল কথাবার্তা (অর্থাৎ নির্লজ্জতা) এবং গুনাহের কাজ থেকে বিরত রাখবেন। **(তাফসীরে খাযিন, ৩/৪৫২)**

# নামায বিশুদ্ধভাবে আদায় না ব্যাপারে হাদীসে মুবারাকা

## রুকু ও সিজদা বিশুদ্ধভাবে আদায় করো!

হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরাইরা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ হতে বর্ণিত; **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: মানুষ (৬০) ষাট বছর পর্যন্ত নামায পড়তে থাকে কিন্তু তার কোন নামায **আল্লাহ** পাকের দরবারে কবুল হয় না, কেননা সেই ব্যক্তি রুকু ও সিজদা বিশুদ্ধভাবে আদায় করতো না। **(আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ১/২৪০, হাদীস: ৭৫৭)**



www.dawateislami.net

## নামাযের কতিপয় ভুল-ত্রুটি চিহ্নিতকরণ

আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: (লোকেরা) নামাযে (এভাবে) সিজদা করে পায়ের আঙ্গুলগুলোর (শুধু) অগ্রভাগ মাটিতে লেগে থাকে, অথচ হুকুম হচ্ছে যে, পেট (অর্থাৎ আঙ্গুলের ঐ অংশ যা হাঁটার সময় মাটির সাথে লাগে) লাগে, একটি আঙ্গুলের পেট লাগানো ফরয আর পায়ের অধিকাংশ (যেমন; তিনটি করে) আঙ্গুলের পেট মাটিতে লাগানো ওয়াজিব। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ৩/২৫৩) (আর দশটি আঙ্গুলের পেট লাগিয়ে কিবলামুখী করে রাখা সুন্নাত) শুধুমাত্র নাকের ডগার উপর সিজদা করে থাকে, অথচ নির্দেশ হচ্ছে যে, যতটুকু পর্যন্ত শক্ত হাড় রয়েছে, ততটুকু লাগানো উচিৎ। সাধারণত দেখা যায়, রুকু হতে সামান্য মাথা তুললো এবং সিজদার দিকে চলে গেলো, সিজদা হতে এক বিগত পরিমাণ মাথা উঠালো বা আরো একটু বেশি উঠালো আর সেখান থেকেই অপর সিজদা দিয়ে দিলো! অথচ (রুকুর পর) সম্পূর্ণ সোজা হয়ে দাঁড়ানো আর (দুই সিজদার মাঝখানে কমপক্ষে একবার سُبْحٰنَ اللهِ পাঠ করা সমপরিমাণ) বসা উচিৎ। এমনভাবে যদি ৬০ বছর নামায পড়েও কবুল হবে না। এক ব্যক্তি মসজিদে নববীতে উপস্থিত হলো এবং খুব তাড়াতাড়ি নামায আদায় করলো, নামাযের পর উপস্থিত হয়ে সালাম আরয করলো, ইরশাদ করলেন: وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ. اِرْجِعْ فَصَلِّ فَاِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ (অর্থাৎ) "পূনরায় যাও, আবারো পড়ো, কেননা তুমি নামায পড়োনি।" সে তেমনিভাবে পড়লো, অতঃপর আবারো ইরশাদ হলো। অবশেষে সে আরয করলো: শপথ **তাঁর যিনি হুযুর** (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) কে সত্য সহকারে প্রেরণ করেছেন। আমি এরূপই জানি, **ইয়া রাসূলাল্লাহ আপনিই বলুন**, (কিভাবে পড়বো?) ইরশাদ



www.dawateislami.net

করলেন: রুকু ও সিজদা প্রশান্তির সাথে করো এবং রুকু হতে সোজা হয়ে দাঁড়াও আর উভয় সিজদার মাঝখানে সোজা হয়ে বসো।

(বুখারী, ১/২৬৮, হাদীস: ৭৫৭) (মলফুযাতে আলা হযরত, ২৯১ পৃষ্ঠা)

## কোন নামাযের প্রতি রহমতের দৃষ্টি দেয়া হয় না?

হযরত সায়্যিদুনা তালক বিন আলী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বর্ণনা করেন, আমি **আল্লাহ পাকের প্রিয় হাবীব** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে ইরশাদ করতে শুনেছি: **"আল্লাহ পাক** ঐ বান্দার নামাযের প্রতি দৃষ্টি দেননা, যে রুকু ও সিজদায় আপন পিঠকে সোজা করে না।" (মু'জামুল কবীর, ৮/৩৩৮, হাদীস: ৮২৬১) রুকু ও সিজদায় পিঠ সোজা করার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো তা'দীলে আরকান অর্থাৎ রুকু সিজদা, দাঁড়ানো ও বসার মধ্যে কমপক্ষে একবার "سُبۡحٰنَ اللّٰہ" পাঠ করার সমপরিমাণ অপেক্ষা করা।

## পিঠ সোজা না রাখা ব্যক্তির উদাহরণ

হযরত সায়্যিদুনা আলীউল মুরতাদ্বা শেরে খোদা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বর্ণনা করেন, **হুযুর পূরনূর** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم আমাকে রুকু অবস্থায় কিরাত পড়তে নিষেধ করেছেন এবং ইরশাদ করেছেন: হে আলী! নামাযের মধ্যে পিঠ সোজা না রাখা ব্যক্তির উদাহরণ ঐ গর্ভবতী মহিলার ন্যায়, যখন বাচ্চা জন্ম দেয়ার সময় নিকটবর্তী হয় তখন গর্ভপাত করে দেয়, এখন সে না গর্ভবতী থাকে, না বাচ্চা জন্ম দানকারীনি। (মুসনদে আবি ইয়ালা, ১/১২২, হাদীস: ৩১০)

## মাওলা আলী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা

**হে আশিকানে সাহাবা ও আহলে বাইত!** এখনই আপনারা যে হাদীসে পাক শুনেছেন তার রাবী (বর্ণনাকারী) চতুর্থ খলিফা, আমীরুল



www.dawateislami.net

মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা আলী ইবনে আবি তালিব رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ। তাঁর কুনিয়ত "আবুল হাসান" এবং "আবু তুরাব"। তাঁর জন্ম হস্তী বর্ষের[১] ৩০ বছর পর (যখন **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর পবিত্র বয়স ৩০ বছর ছিল) জুমা মুবারকের দিন রজবুল মুরাজ্জবের **১৩** তারিখ হয়েছিল। তাঁর সম্মানিতা আম্মাজান হযরত সায়্যিদাতুনা ফাতেমা বিনতে আসাদ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا তাঁর পিতার নামের সাথে মিলিয়ে তাঁর নাম "হায়দার" রেখেছিলেন, সম্মানিত পিতা তাঁর নাম রাখেন "আলী"। **হুযুর পুরনুর** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তাঁকে "আসাদুল্লাহ' উপাধিতে ভূষিত করেন, এছাড়াও "মুরতাদ্বা" (অর্থাৎ মনোনিত), "কাররার" (অর্থাৎ আক্রমনকারী), "শেরে খোদা" এবং "মওলা মুশকিল কোশা" তাঁর প্রসিদ্ধ উপাধি। তিনি **প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর চাচাতো ভাই।

(মিরাতুল মানাজিহ, ৮/৪১২)

**সাহাবা ও আহলে বাইত** عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان এর মর্যাদা সম্পর্কে কি বলব! **রাসূলে আকরাম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: আমার সাহাবারা হলো নক্ষত্র সমতুল্য, তাঁদের মধ্যে যাকেই অনুসরণ করবে হিদায়াত প্রাপ্ত হবে।

(মিশকাত, ২/৪১৪, হাদীস: ৬০১৮)

**হাদীসের ব্যাখ্যা:** আর অপর হাদীসে আপন আহলে বাইতকে কিশতীয়ে নূহ (নূহ عَلَیۡہِ السَّلَام এর নৌকা) বলেছেন। (মুসতাদরাক, ৪/১৩২, হাদীস: ৪৭৭৪) সাগরের মুসাফিরের নৌকার প্রয়োজন হয় আর নক্ষত্রের দিকনির্দেশনাও প্রয়োজন হয়, কেননা জাহাজ নক্ষত্রের দিকনির্দেশনাতেই সাগরে চলে থাকে। এভাবে উম্মতে মুসলিমাও নিজেদের ঈমানী জীবনে

১. অর্থাৎ যে বছর দুষ্ট ও হতভাগা আবরাহা বাদশাহ হাতির বাহিনী নিয়ে পবিত্র কাবা আক্রমন করলো। এই ঘটনার বিস্তারিত জানার জন্য মাকতাবাতুল মদীনার কিতাব "আজায়িবুল কোরআন মাআ গারায়িবুল কোরআন" অধ্যয়ন করুন।



www.dawateislami.net

পবিত্র আহলে বাইতেরও মুখাপেক্ষী এবং সাহাবায়ে কিরামেরও মুখাপেক্ষী, উম্মতের জন্য সাহাবায়ে কিরামের অনুসরণেই হিদায়ত নিহিত।

(মিরাতুল মানাজিহ, ৮/৩৪৫)

**আহলে সুন্নাত কা হে বেড়া পার, আসহাবে হুযুর**
**নাজমে হে অউর না'ও হে, ইতরাত রাসূলুল্লাহ কি।**

(হাদায়িকে বখশিশ, ১৫৩ পৃষ্ঠা)

## অদৃশ্যের সংবাদ দাতা প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র জবানে মাওলা আলী'র মর্যাদা

হযরত সায়্যিদুনা আলীউল মুরতাদ্বা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ হতে বর্ণিত; **নবীয়ে করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم (আমাকে) ইরশাদ করেন: "তোমার সাথে (হযরত) ঈসা عَلَيْهِ السَّلَام এর সাদৃশ্য রয়েছে, যার প্রতি ইয়াহুদীরা বিদ্বেষ পোষণ করতো, এমনকি তাঁর সম্মানিতা আম্মাজান (অর্থাৎ বিবি মরিয়ম) কে অপবাদ দিয়েছিল আর তাঁকে খ্রীষ্টানরা ভালবাসলো, তখন তারা তাঁকে এত উচ্চ মর্যাদায় পৌঁছিয়ে দিলো, যা তাঁর ছিল না।" অতঃপর হযরত আলীউল মূরতাদ্বা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন: "আমার ব্যাপারে দুই ধরনের লোক ধ্বংস হবে, আমার ভালবাসায় সীমা লঙ্ঘনকারীরা আমাকে ঐ গুণাবলী দ্বারা বর্ণনা করবে যা আমার মধ্যে নেই আর বিদ্বেষ পোষণকারীর বিদ্বেষ তাদেরকে এতে উদ্ভুদ্ধ করবে যে, তারা আমাকে অপবাদ দিবে।"

(মুসনাদে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, ১/৩৩৬, হাদীস: ১৩৭৬)

## তুমি আমার থেকে

**নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হযরত মাওলা আলী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ সম্পর্কে ইরশাদ করেন: اَنْتَ مِنِّیْ وَاَنَا مِنْكَ অর্থাৎ তুমি আমার থেকে আর আমি তোমার থেকে।" (তিরমিযী, ৫/৩৯৯, হাদীস: ৩৭৩৬)



www.dawateislami.net

## আলীকে দেখাও ইবাদত

হযরত ইবনে মাসউদ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ হতে বর্ণিত: **হুযুরে আকরাম, নূরে মুজাসসাম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "আলী (رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ) কে দেখা ইবাদত। (মুসতাদরাক, ৪/১৮, হাদীস: ৪৭৩৭)

## মাওলা আলী সম্পর্কে আরো তিনটি ফযীলত

আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ বলেন: হযরত আলী বিন আবু তালিব رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ এর এমন ৩টি মর্যাদা অর্জিত, যদি তা থেকে একটিও আমার নসীব হয়ে যেতো তবে আমার নিকট তা লাল উটের চেয়েও বেশি প্রিয় হতো। সাহাবায়ে কিরাম رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُمْ জিজ্ঞাসা করলেন: সেই তিনটি মর্যাদা কি? বললেন: (১) **আল্লাহর প্রিয় হাবীব** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم আপন শাহজাদী হযরত সায়্যিদাতুনা ফাতেমাতুয যাহারা رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہَا কে তাঁর সাথে বিবাহ দিয়েছেন (২) তাঁর বাসস্থান **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সাথে মসজিদে নববী শরীফে ছিল আর তাঁর জন্য মসজিদে ঐসব কিছু হালাল ছিল যা তাঁরই অংশ হিসাবে সাব্যস্ত। আর (৩) খায়বরের যুদ্ধে তাঁকেই ইসলামের পতাকা প্রদান করা হয়েছিল। (মুসতাদরাক, ৪/৯৪, হাদীস: ৪৬৮৯)

## ওফাত শরীফ

১৭ বা ১৯ রমযানুল মোবারক ৪০ হিজরীতে এক অভিশপ্ত খারেজীর আক্রমণে গুরুতর ভাবে আহত হলেন এবং ২১ রমযান শরীফ রবিবার রাতে শাহাদাতের সুধা পান করেন।

(আসাদুল গা'বাতি, ৪/১২৮। মারিফাতুস সাহাবা, ১/১০০)



www.dawateislami.net

**আল্লাহ পাকের** রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। آمِيْن بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

(আরো বিস্তারিত জানার জন্য সগে মদীনা'র ৯৬ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **"কারামাতে শেরে খোদা"** অধ্যয়ন করুন)

**আলীউল মূরতাদ্বা শেরে খোদা হে,**
**কেহ উন সে হুশ হাবীবে কিবরিয়া।**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

## নামাযের চোর

হযরত সায়্যিদুনা আবু কাতাদাহ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ হতে বর্ণিত, **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "লোকদের মধ্যে নিকৃষ্ট চোর হলো সে, যে নিজের নামাযে চুরি করে।" আরয করা হলো: **"ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! নামাযে কিভাবে চুরি করা হয়?" ইরশাদ করলেন: "(এভাবে যে) রুকু ও সিজদা পরিপূর্ণ না করা।"

**(মুসনাদে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, ৮/৩৮৬, হাদীস: ২২৭০৫)**

## চোর দুই প্রকার

হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই হাদীসের পাকের ব্যাখ্যায় বলেন: জানা গেলো, সম্পদের চোরের চেয়ে নামায চোর অধিক নিকৃষ্ট, কেননা সম্পদের চোর যদি শাস্তিও পায় তবে (চুরিকৃত সম্পদ দ্বারা) কিছু না কিছু উপকারীতাও লাভ করে থাকে, কিন্তু নামাযের চোর সম্পূর্ণ শাস্তি পাবে, তার জন্য উপকৃত হওয়ার কোন সুযোগ নেই। সম্পদের চোর বান্দার হক নষ্ট করে অথচ নামায চোর **আল্লাহ**র হক নষ্ট



www.dawateislami.net

করে। এই অবস্থা তাদের, যারা নামাযকে নগন্যভাবে (ত্রুটিপূর্ণভাবে) আদায় করে, এ থেকে ঐসব লোকের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত, যারা নামায একেবারে আদায়ই করে না। (মিরাতুল মানাজিহ, ২/৭৮ পৃষ্ঠা)

## কোন নামায মুখের উপর ছুঁড়ে মারা হয়?

হযরত সায়্যিদুনা ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ হতে বর্ণিত, **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: প্রত্যেক নামাযীর ডানে-বামে (Right and Left) একজন করে ফিরিশতা থাকে, যদি নামাযী পরিপূর্ণ ভাবে নামায আদায় করে তবে সেই দু'জন ফিরিশতা তার নামায উপরের দিকে নিয়ে যায় আর যদি সঠিক পদ্ধতিতে আদায় না করে তবে তারা সেই নামায তার মুখে ছুঁড়ে মারে। (আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ১/২৪১, হাদীস: ৭৬৪)

## শুধুমাত্র পরিপূর্ণ নামাযই কবুল হয়

হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরাইরা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বর্ণনা করেন: একদিন আমি **আল্লাহ পাকের প্রিয় হাবীব** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم দরবারে উপস্থিত ছিলাম, **তিনি** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم **তাঁর** সাহাবীদেরকে (একটি পিলারের দিকে ইশারা করে) ইরশাদ করলেন: "যদি তোমাদের মধ্যে কারো এই পিলারটি হতো তবে এর ত্রুটিপূর্ণ হওয়া অবশ্যই অপছন্দ করতো, অতঃপর তোমরা কিভাবে ইচ্ছাকৃতভাবে **আল্লাহ পাকের** জন্য আদায়কৃত নামায ত্রুটিপূর্ণ পড়ো! নামায পরিপূর্ণ আদায় করো, কেননা **আল্লাহ পাক** পরিপূর্ণ নামাযই কবুল করেন।" (মু'জাম আওসাত, ৪/৩৭৪, হাদীস: ৬২৯৬)



www.dawateislami.net

## রিযিকে বরকত শূন্যতার আশংকা

শায়খুল হাদীস হযরত আল্লামা মাওলানা আব্দুল মোস্তফা আযমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ **"বেহেশত কি কুঞ্জীয়াঁ"** এর ৭২নং পৃষ্ঠায় বলেন: নামাযকে খুবই একাগ্রতা, একনিষ্ঠতা এবং মনোযোগ সহকারে আদায় করা উচিৎ, নামাযে তাড়াহুড়ো, উদাসীনতা এবং অমনোযোগীতা দ্বারা দুনিয়া ও আখিরাত উভয়েরই মহা ক্ষতি হয়। যেমনিভাবে হযরত ইমাম আবু হানিফা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর দাদা উস্তাদ হযরত ইব্রাহীম নাখায়ী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: যে ব্যক্তিকে তুমি দেখবে যে, রুকু ও সিজদা পরিপূর্ণ ভাবে আদায় করছে না, তখন তার পরিবার পরিজনের উপর দয়া করো! কেননা তার উপার্জন কমে যাওয়ার (অর্থাৎ খাবার ও পানীয় না পাওয়ার) সম্ভাবনা রয়েছে। (রুহুল বয়ান, ১/৩৩) এক হাদীসে বর্ণিত রয়েছে, হযরত সায়্যিদুনা হুযাইফা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এক ব্যক্তিকে দেখলো যে, সে রুকু ও সিজদা পরিপূর্ণ ভাবে আদায় করছে না, তখন তিনি বললেন: তুমি নামায পড়োনি আর যদি তুমি এই অবস্থায় মৃত্যুবরণ করো, তবে **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুন্নাতের উপর তোমার মৃত্যু হবে না। (বুখারী, ১/১৫৪, হাদীস: ৩৮৯)

## নামাযীর সংশোধন হয়েই গেলো (ঘটনা)

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُ হতে বর্ণিত, আনসারদের এক যুবক যে পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামাআত সহকারে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাথে আদায় করতো কিন্তু তার আমলের অবস্থা ভালো ছিল না, **হুযুর পূরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "এই ব্যক্তির নামায কখনো না কখনো তাকে গুনাহ থেকে অবশ্যই বিরত রাখবে।" সুতরাং তেমনই



www.dawateislami.net

হলো, কিছুদিন পরেই সে সকল মন্দ কাজ থেকে তাওবা করে নিলো এবং তার অবস্থা ভালো হয়ে গেলো। (তাফসীরে খাযিন, ৩/৪৫২)

## চোরও যদি বিশুদ্ধভাবে নামায আদায় করে তবে সংশোধন হতে পারে

**প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে আরয করা হলো: অমুক ব্যক্তি রাতে নামায পড়ে আর সকালে চুরি করে! **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: অতিশীঘ্রই নামায তাকে মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখবে।

(মুসনাদে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, ৩/৪৫৭, হাদীস: ৯৭৮৫)

## নামায নকলকারী ডাকাত গ্রেফতার হওয়া থেকে বেঁচে গেলো

বর্ণিত রয়েছে: একবার ডাকাতদের একটি দল কোন ধনী ব্যক্তির বাড়িতে ডাকাতি করার উদ্দেশ্যে প্রবেশ করলো, ঘটনাক্রমে ধনী ব্যক্তির চোখ খুলে গেলো, সে চিৎকার করে উঠলো, এলাকাবাসী জেগে উঠলো এবং ডাকাতরা ভয়ে পালিয়ে গেলো, এলাকাবাসীরা তাদের পিছু নিলো, ডাকাতরা আগে আগে দৌড়তে লাগলো আর পিছনে পিছনে লোকেরা দৌঁড়তে লাগলো। রাস্তায় ডাকাতরা একটি মসজিদ দেখলো, দ্রুত তারা মসজিদে ঢুকে গেলো এবং নামায পড়ার অভিনয় করতে লাগলো! লোকেরাও তাদের খুঁজতে খুঁজতে মসজিদ পর্যন্ত এলো, দেখলো যে, কিছু মানুষ নামাযে ব্যস্ত, তারা ব্যতীত মসজিদে আর কেউ নেই, বলতে লাগলো: আফসোস! ডাকাত পালিয়ে গেলো। সুতরাং তারা বিফল হয়ে ফিরে গেলো। এটা দেখে ডাকাত সর্দার তার ডাকাত সাথীদের বললো: যদি আজ আমরা নামাযের অভিনয় না করতাম তবে অবশ্যই ধরা পড়ে যেতাম, শুধুমাত্র মিথ্যা নামাযের অভিনয় করার এই বরকত যে, আমরা



www.dawateislami.net

অপমান ও অপদস্ততা থেকে বেঁচে গেলাম, যদি আমরা প্রকৃত পক্ষে নামায বিশুদ্ধভাবে আদায় করতাম তবে **আল্লাহ পাক** আমাদেরকে দোযখের বিপদ থেকেও রক্ষা করবেন। তাই আমি আজ থেকেই লুটতরাজ থেকে তাওবা করছি এবং **আল্লাহ পাকের** অবাধ্যতার অভ্যাস ছেড়ে দিচ্ছি। তার সাথীরা বলতে লাগলো: হে আমাদের সর্দার! আপনি যখন তাওবা করে নিয়েছেন তবে আমরা কেন পিছনে থাকবো! আমরাও আপনার সাথে তাওবায় অংশ গ্রহণ করছি। সুতরাং সকল ডাকাত সত্য অন্তরে তাওবা করলো এবং তারা পরহেযগার লোকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেলো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

## এক রূপক প্রেমিকের অদ্ভুত ঘটনা

"নামায মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে" এই ব্যাপারে হযরত আব্দুর রহমান সাফফাওরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه **"নুযহাতুল মাজালিসে"** একটি অবাক করা ঘটনা বর্ণনা করেন, যার সারমর্ম কিছুটা এরূপ: এক ব্যক্তি কোন এক নারীর প্রেমে পড়ে গেলো, অবশেষে সাহস করে সে একটি চিঠির মাধ্যমে ঐ মহিলার প্রতি নিজের ভালবাসার কথা প্রকাশ করলো। সেই মহিলা খুবই ভদ্র পরিবারের ছিলো, চিঠি পেয়ে চিন্তিত হয়ে গেলো, কেননা সে বিবাহিত ছিলো, কিছুটা চিন্তা ভাবনা করে সেই চিঠিটি নিজের স্বামীর খেদমতে উপস্থাপন করলো। তার স্বামী একটি মসজিদের ইমাম ছিলো আর খুবই পরহেযগার হওয়ার পাশাপাশি যথেষ্ট বোধশক্তি সম্পন্ন ছিলো, তার আপন স্ত্রীর প্রতি পূর্ণ আস্থা ছিলো। সুতরাং সে সেই চিঠির উত্তরে আপন স্ত্রীর মাধ্যমেই উত্তর পাঠালো যে, "অমুক মসজিদের অমুক ইমামের পিছনে একাধারে চল্লিশ (৪০) দিন **পাঁচ ওয়াক্ত নামায** জামাআত



www.dawateislami.net

সহকারে আদায় করো, অতঃপর দেখা যাবে।” সেই “প্রেমিক” নিয়মিতভাবে জামাআত সহকারে নামায আদায় করা শুরু করে দিলো। যতই দিন অতিবাহিত হতে লাগলো, নামাযের বরকত তার মাঝে প্রকাশিত হতে লাগলো। যখন চল্লিশ (৪০) দিন অতিবাহিত হয়ে গেলো তখন তার অন্তরের দুনিয়াই পরিবর্তন হয়ে গেলো। অতএব সে বার্তা পাঠালো: (মুহতরামা! নামাযের বরকতে আমার চোখ খুলে গেছে, আমি مَعَاذَ الله হারাম কাজের স্বপ্ন দেখতাম কিন্তু **আল্লাহ পাকের** কোটি কোটি শুকরিয়া যে, **তিনি** আমাকে তোমার ভালবাসা থেকে মুক্তি দিয়েছে। اَلْحَمْدُ لِلّٰه) আমি আমার অসৎ নিয়্যত হতে তাওবা করে নিয়েছি আর তোমার কাছেও ক্ষমা প্রার্থনা করছি। যখন সেই নেককার মহিলা আপন স্বামীকে এই সংবাদ শুনালো তখন তার মুখ থেকে তাৎক্ষনিক ভাবে বের হয়ে গেলো: صَدَقَ اللهُ الْعَظِيْمُ فِيْ قَوْلِهٖ (অর্থাৎ **আল্লাহ পাক তাঁর** এই মহান বাণীতে সত্যই বলেছেন):

اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ ؕ

(পারা ২১, সূরা আনকাবুত, আয়াত ৪৫)

**কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** নিশ্চয় নামায অশ্লীল ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে।

(নুযহাতুল মাজালিস, ১/১৪০)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

**হে নামাযের বরকত প্রত্যাশীরা!** আপনারা শুনলেন তো? নামাযের বরকতে এক “রূপক প্রেমিক” সরল পথে ফিরে আসলো এবং তার অন্তরে প্রকৃত মালিকের প্রেমে ঢেউ উঠতে লাগলো আর অন্তরে প্রশান্তি অর্জিত হলো। **আল্লাহ পাক** এবং **তাঁর প্রিয় হাবীব** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ভালবাসাই



www.dawateislami.net

এরূপ যেই সৌভাগ্যবানের তা নসীব হয়ে যায়, সে আর অন্য কারো সাথে মন বসাতে পারবে না।

**মুহাব্বাত মে আপনি গুমা ইয়া ইলাহী , না পাও মে আপনা পাতা ইয়া ইলাহী!**
**রাহো মাসত ও বেহুদ মে তেরি ভীলা মে, পিলা জাম এ্যায়সা পিলা ইয়া ইলাহী!**

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ১০৫ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

## শয়তান কাঁদতে লাগলো (ঘটনা)

বর্ণিত রয়েছে; যখন নামায ফরয হলো তখন শয়তান কাদঁতে লাগলো। তার শিষ্যরা একত্রিত হয়ে গেলো এবং কান্নার কারণ জিজ্ঞাসা করলো। সে বললো: "**আল্লাহ পাক** মুসলমানের উপর নামায ফরয করে দিয়েছেন।" শিষ্যরা বললো: তাতে কি হয়েছে? শয়তান উত্তর দিলো: "মুসলমানরা নামায আদায় করবে আর এর বরকতে গুনাহ থেকে বেঁচে যাবে।" শিষ্যরা বললো: তবে আমাদের জন্য কি নির্দেশ রয়েছে? উত্তর দিলো: "যখন কেউ নামাযের জন্য দাঁড়াবে, তখন একজন বলবে ডানে (অর্থাৎ RIGHT) তাকাও! আরেকজন বলবে: বামে (অর্থাৎ বামে LEFT) তাকাও! এভাবে তাকে বিভ্রান্ত করবে। (নুযহাতুল মাজালিস, ১/১৫৪)

## হে আল্লাহ! আমাদেরকে সত্যিকার নামাযী বানাও

**হে আশিকানে নামায!** আপনারা শুনলেন তো! নামাযীর প্রতি শয়তান কিরূপ চিন্তিত! সে জানে যে, যদি কোন মুসলমান সঠিক পদ্ধতিতে নামায আদায় করে, তবে সে গুনাহ থেকে বাঁচবে আর আমার হাত থেকে বের হয়ে যাবে! অভিশপ্ত শয়তান কখনোই চায় না যে, আমরা নামায পড়ি, গুনাহ থেকে বেঁচে থাকি এবং জান্নাতের পথে চলি।



www.dawateislami.net

আমাদেরকে শয়তানের প্রতিটি আক্রমণকে বিফল করে অধিকহারে নামায পড়া উচিৎ। **আল্লাহ পাক** আমাদের সবাইকে সত্যিকার নামাযী বানিয়ে দিক। اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

**মে পাঁচো নামাযেঁ পড়ো বা জামাআত,**
**হো তাওফীক এ্যায়ছি আতা ইয়া ইলাহী!**

**(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ১০২ পৃষ্ঠা)**

## দা'ওয়াতে ইসলামীতে কিভাবে আসলো!

নফস ও শয়তানের অনিষ্ট হতে নিজেকে বাঁচাতে, গুনাহের অভ্যাসকে পিছু ছাড়াতে এবং নিয়মিত নামায আদায় করার সৌভাগ্য লাভের জন্য **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত থাকুন। একটি "মাদানী বাহার" শ্রবণ করুন এবং আন্দোলিত হোন: জালালপুর ভাট্টিয়া (হাফিযাবাদ জেলা, পাঞ্জাব) এর এক যুবক ইসলামী ভাই মাদানী পরিবেশে আসার পূর্বে গুনাহে ভরা জীবন অতিবাহিত করেছিলো। এলাকার ভবঘুরে মদ্যপায়ী যুবকদের সাথে তার উঠাবসা ছিলো, ভবঘুরে বন্ধুরা مَعَاذَ الله তাকেও মদ্যপান ও অন্যান্য গুনাহে অভ্যস্ত বানিয়ে দিয়েছিলো। তার দিনরাত উদাসীনায় অতিবাহিত হতে লাগলো। মদ্যপায়ী বন্ধুদের আড্ডায় মদ পান করা হতো, হাসি ঠাট্টার চলতে থাকতো, গভীর রাতে মদের নেশায় মাতাল অবস্থায় বাড়ি ফিরতো তখন তার মুখে মদের দূর্গন্ধ বের হতো, হেলে দুলে যখন বাড়িতে প্রবেশ করতো তখন তার অবস্থা দেখে সবাই চিন্তিত হয়ে যেতো, সম্মানিত পিতা বা বাড়ির কোন সদস্য বুঝালে তখন সে বাড়ি থেকে বের হয়ে যেতো, গালাগালি, চিৎকার চেঁচামেচি করতো এবং উপদেশ প্রদানকারীকে গন্যও



www.dawateislami.net

করতো না। মন্দ সহচর্যের কারণে চরিত্র এবং আচরণও খুবই খারাপ ছিলো, তার নিকট অস্ত্র থাকতো, যা দ্বারা মানুষকে ভয় দেখাতো এবং তাদের মাঝে নিজের প্রভাব দেখাতো, সামান্য বিষয় নিয়ে এলাকাবাসীর সাথে ঝগড়া বিবাদ করা, মারামারির পর্যায়ে চলে যাওয়া তার নিয়মিত অভ্যাসে পরিণত হয়েছিলো, তার প্রতিদিনকার অসৎ কর্মকান্ডে যেমন পরিবার সদস্যরা অতিষ্ট ছিলো তেমনিভাবে এলাকাবাসীরাও অসন্তুষ্ট ছিলো, মানুষ তার কু-অভ্যাসে ভীত ছিলো, যখন সে ঘর থেকে বের হতো তখন লোকেরা তার থেকে আশ্রয় চাইতো এবং নিজেদের সন্তানদেরকেও তার ছায়া থেকেও দূরে থাকার নির্দেশ দিতো। اَلْحَمْدُ لِلّٰه তার ফুফাতো ভাই **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত ছিলো, তার ইচ্ছা ছিলো, সে যেনো তার এই মদ্যপায়ী বন্ধুদের সাহচার্য থেকে মুক্তি পেয়ে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সুবাসিত মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যায়, এই উদ্দেশ্যে সে মাঝে মাঝে তাকে ব্যক্তিগত ভাবে বুঝাতে থাকে। অবশেষে মুবাল্লীগে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র পরিশ্রম সফল হলো আর সে আশিকানে রাসূলের সাথে মাদানী কাফেলায় রওয়ানা হয়ে গেলো, মুবাল্লীগে **দা'ওয়াতে ইসলামী** মাদানী কাফেলায়ও তাকে ব্যক্তিগত ভাবে বুঝালো, মন্দ কাজের ক্ষতি সম্পর্কে অবহিত করলো এবং অসৎ সঙ্গ ছেড়ে সুন্নাতে ভরা জীবন অতিবাহিত করার মাদানী মানসিকতা প্রদান করালো। অতএব সুন্নাতে ভরা বয়ান সমূহ শুনার বরকতে তার জীবনে মাদানী পরিবর্তন সাধিত হয়ে গেলো, সুতরাং সে গুনাহে ভরা সাহচার্য ত্যাগ করে আশিকানে রাসূলের সাথে সম্পর্ক জুড়ে নিলো, যার বরকতে পাঁগড়ি শরীফের মুকুট সাজিয়ে নিলো, চেহারাকে সুন্নাতে রাসূল দ্বারা আলোকিত করে নিলো, যতই সময় গড়াতে লাগলো তার মন্দ অভ্যাস দূর হয়ে যেতে



www.dawateislami.net

লাগলো এবং সে সৎচরিত্রবান হয়ে গেলো, পূর্বে ঝগড়া বিবাদ করতো কিন্তু এখন ভালবাসা ও আন্তরিকতার সহিত সাক্ষাৎ করে, উৎসাহ দেয়াতে সে ৬৩ দিনের মাদানী তরবিয়্যতী কোর্স করার সৌভাগ্য অর্জন করলো এবং মাদানী কাজে অংশগ্রহণ করতে লাগলো আর নেকীর দাওয়াত প্রসার করা তার অভ্যাসে পরিণত হলো, নেক আমল দ্বারা তার শূণ্য জীবন মাদানী পরিবেশের বরকতে আমলের সুন্দর ফুল দ্বারা সুবাসিত হয়ে গেলো, মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার পূর্বে নামাযের কথা মনেও থাকতো না কিন্তু এখন নিয়মিত নামায আদায় করার পাশাপাশি ফজরের নামাযের জন্য সদায়ে মদীনা (**দা'ওয়াতে ইসলামী**র পরিভাষায় ফজরের নামাযের জন্য জাগানোকে সদায়ে মদীনা বলা হয়) দেয়া তার অভ্যাসে পরিণত হলো।

**জু গুনাহোঁ কে মরয সে তঙ্গ হে বেযার হে,**
**কাফেলা আত্তার উস কে ওয়াসেতে তৈয়্যার হে।**

**(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৬৩৫ পৃষ্ঠা)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

## নামাযের প্রতি ভালোভাবে খেয়াল রাখো

তাবেয়ী বুযুর্গ হযরত সায়্যিদুনা কাতাদাহ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর বাণী হলো: নামাযের প্রতি ভালোভাবে খেয়াল রাখো, কেননা তা ঈমানদারের একটি উত্তম গুণ। **(তাফসীরে দূররে মানসূর, ৮/২৮৪)**

## দূর্বলদের সদকায় রহমতই রহমত

"রূহুল বয়ানে" বর্ণিত রয়েছে: **আল্লাহ পাক** তাদের (অর্থাৎ নেককার বান্দাদের) একনিষ্ঠতা, তাদের নামায ও দোয়া সমূহ এবং



www.dawateislami.net

তাদের দূর্বল ও নিঃস্ব ব্যক্তিদের উসিলায় মানুষের কাছ থেকে আযাব দূর করে দেন। (রূহুল বয়ান, ৫/৪৪৫)

## নেককার বান্দাদের সদকায় বিপদ দূর হয়ে থাকে

**হে আশিকানে নামায!** سُبْحٰنَ اللّٰه! **আল্লাহ পাক তাঁর** নেক বান্দাদের উসিলায় মানুষের উপর থেকে বিপদ ও আযাব দূর করে দেন। এ ব্যাপারে **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পাঁচটি বাণী শ্রবণ করি আর আউলিয়া কিরামের ভালবাসায় আন্দোলিত হই: (১) আমার উম্মতের মধ্যে চল্লিশজন পুরুষ সর্বদা থাকবে, তাঁদের অন্তর ইব্রাহীম عَلَيْهِ السَّلَام এর অন্তরের উপর থাকবে, **আল্লাহ পাক** তাঁদের কারণে পৃথিবীবাসীদের থেকে বিপদ দূর করে দিবেন, তাঁদের উপাধি হবে "আবদাল"।

(হিলয়াতুল আউলিয়া, ৪/১৯০, নম্বর ৫২২৬)

## (২) ৪০ জন আবদালের বরকতে বৃষ্টি বর্ষণ

আবদাল সিরিয়ায় থাকবে, তাঁরা চল্লিশজন পুরুষ, যখন তাঁদের মধ্য হতে একজন ওফাত গ্রহণ করেন তখন **আল্লাহ পাক** তাঁর স্থানে অন্যজনকে পরিবর্তন করে দেন, তাঁদের বরকতে বৃষ্টি বর্ষণ হয়, তাঁদের মাধ্যমেই শত্রুর উপর বিজয় অর্জিত হয় এবং তাঁদের বরকতে শাম বাসীর (সিরিয়া) উপর হতে আযাব দূর হয়ে থাকে। (মুসনাদে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, ১/২৩৮, হাদীস: ৮৯৬) (শামকে বর্তমানে সিরিয়া বলা হয়।)

## "আবদাল" শব্দের অর্থ

হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْه এই হাদীসে পাকের ব্যাখ্যায় বলেন: এই মহান বাণী দ্বারা জানা গেলো, **আল্লাহ** পাকের



www.dawateislami.net

ওলীদের উসিলা সত্য (শরীয়াত সম্মত)। **আল্লাহ পাক** নেককারদের উসিলায় গুনাহগারদের কষ্ট দূর করে দেন এবং তাঁদের দ্বারা বিপদ দূরীভূত করে দেন। মনে রাখবেন! যেই চল্লিশজন ওলীর ব্যাপারে এখানে আলোচনা করা হয়েছে তাঁদেরকে "আবদাল" বলা হয়, কেননা তাঁদের মর্যাদা, তাঁদের স্থান পরিবর্তন হতে থাকে, কখনো পূর্বে (East) কখনো পশ্চিমে (West) কখনো উত্তরে (North) কখনো দক্ষিণে (South) কিন্তু তাঁদের হেড কোয়াটার (প্রধান কার্যালয়) হলো সিরিয়া। (মিরাতুল মানাজিহ, ৮/৫৮৪)

## (৩) যখন আমি শাস্তি দিতে ইচ্ছা পোষণ করি

**প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন: আমি পৃথিবীবাসীকে শাস্তি প্রদান করতে ইচ্ছা পোষণ করি, তখন মসজিদ সমূহকে আবাদকারী এবং আমার কারণে নিজেদের মধ্যে ভালোবাসা পোষণকারী ও সেহেরীর সময় ক্ষমা প্রার্থনাকারীদের কারণে আযাব (শাস্তি) তাদের (যাদের উপর শাস্তি প্রদানের ইচ্ছা পোষণ করি) থেকে ফিরিয়ে দিই। (শুয়াবুল ঈমান, ৬/৫০০, হাদীস: ৯৮২০)

## (৪) দুধ পানকারী শিশুরাও আযাব থেকে দূরে থাকার কারণ

যদি নামাযী ব্যক্তি ও দুধ পানকারী শিশু এবং চতুষ্পদ প্রাণী না হতো, তবে নিশ্চয় তোমাদের উপর আযাব অবতীর্ণ হতো।

(শুয়াবুল ঈমান, ৭/১৫৫, হাদীস: ৯৮২০)

## (৫) ১০০টি ঘর থেকে বিপদ দূরীভূত

রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "**আল্লাহ পাক** একজন সালেহ (অর্থাৎ নেককার) মুসলমানের বরকতে তার আশেপাশের



www.dawateislami.net

১০০টি পরিবারের বিপদাপদ দূর করে দেন। (মুজামুল আওসাত, ৩/১২৯, হাদীস: ৪০৮০) سُبْحٰنَ اللّٰه! নেককারদের প্রতিবেশীত্বও উপকৃত করে। (খাযায়িনুল ইরফান, ৮৭ পৃষ্ঠা)

**নেক বান্দোঁ সে হামে তো পেয়ার হে,**
**اِنْ شَآءَ الله আপনা বেড়া পার হে।**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

## জান্নাতী গোলাপ দ্বারা সৃষ্টি করা হুর

হযরত সায়্যিদুনা মালিক বিন দীনার رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: **জান্নাতে জান্নাতী গোলাপ দ্বারা সৃষ্টি হুর** করা হয়েছে। কেউ জিজ্ঞাসা করলো: সেখানে কারা থাকবে? বললেন: **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন: ঐ লোক যারা গুনাহের ইচ্ছা পোষণ করে কিন্তু আমার মহত্বকে স্মরণ করে আমাকে সম্মান করে আর যাদের কোমর আমার ভয়ে ঝুঁকে গেছে, তারা জান্নাতুল আদনে থাকবে। আমার সম্মান ও মহত্বের শপথ! আমি পৃথিবীবাসীকে আযাব দিতে ইচ্ছা পোষণ করি কিন্তু যখন ঐ সকল লোকদের দেখি যারা আমার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে ক্ষুধার্ত পিপাসার্ত থাকে (অর্থাৎ রোযা রাখে) তখন লোকদের থেকে আযাব ফিরিয়ে দিই। (ইহইয়াউল উলুম, ৫/৩২৫)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد



www.dawateislami.net

## আমীরে আহলে সুন্নাত دامت برکاتہم العالیہ বলেনঃ

পাঁচ ওয়াক্ত নামায ধারাবাহিকভাবে আদায় করার অভ্যাস গড়ার আসল ওযীফা হচ্ছে; এই "অনুভূতী" সৃষ্টি করা যে, আমার প্রতিপালক এটা আমার উপর ফরয করেছেন।

(মাদানী মুযাকারা, ২০শে যিলক্বদ ১৪৪১ হিঃ, ১১ জুলাই ২০২০ইং)


### মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

আল-ফাতাহ্ শপিং সেন্টার, ২য় তলা, ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪২৪০৩৫৮৯

কাশারীপট্টি, মাজার রোড, চকবাজার, কুমিল্লা। মোবাইল: ০১৭৯৪৭৮১৩২৬

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, banglatranslation@dawateislami.net, Web: www.dawateislami.net